

আলমোড়া  
১৫ জুন, ১৮৯৭

কল্যানবরেষু,

তোমার সবিশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি। ঐরূপ কার্যের দ্বারাই জগৎ  
কিনিতে পারা যায়। মতামতান্তরে আসে যায় কি? সাবাস্ -- তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্বাদাদি জানিবে।  
কর্ম কর, কর্ম, হাম আওর কুছ নহি মাঙ্গতে হেঁ - কর্ম কর্ম কর্ম even unto death (মৃত্যু পর্যন্ত) দুর্বলগুলোর  
কর্মবীর মহাবীর হতে হবে -- টাকার জন্য ভয় নাই, টাকা উড়ে আসবে। টাকা, যাদের লইবে, তারা নিজের নামে  
দিক, হানি কি? কার নাম -- কিসের নাম? কে নাম চায়? দূর কর নামে। ক্ষুধিতের পাটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম  
সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্য-মহোভাগ্যম্। ... ভালা মোর ভাইরে, অ্যায়সাই চলো। It is the heart that  
conquers, not the brain (হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হয়ে থাকে -- মস্তিষ্ক নয়)। পুঁথিপাতড়া বিদ্যেসিদ্দে, যোগ  
ধ্যান জ্ঞান -- প্রেমের কাছে সব ধূলসমান -- প্রেমেই অগ্নিমাди সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি।  
এই তো পূজো, নরনারী-শরীরধারী প্রভুর পূজো, আর যা কিছু 'নেদং যদিদমুপাসতে'। এই তো আরম্ভ, ঐরূপে  
আমরা ভারতবর্ষ -- পৃথিবী ছেয়ে ফেলব না? তবে কি প্রভুর মাহাত্ম্য!

লোকে দেখুক, আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ব পায় কি না! এরই নাম জীবন্মুক্তি, যখন  
সমস্ত 'আমি' -- স্বার্থ চলে গেছে।

ওয়া বাহাদুর, গুরুকী ফতে! ক্রমে বিস্তারের চেষ্টা কর। তুমি যদি পার তো কলিকাতায় এসে আরও  
কতকগুলো ছেলেপুলে নিয়ে একটা ফন্ড তুলে তাদের দু-একজনকে নিয়ে কাজে লাগিয়ে এক জায়গায় -- আবার  
এক জায়গায় যাও! ঐ রকমে বিস্তার কর আর তাদের তুমি inspect (তত্ত্বাবধান) করে বেড়াও -- ক্রমে দেখবে  
যে, ঐ কার্যটা permanent (স্থায়ী)। আমি শীঘ্রই plain-এ (সমতলে) নাবছি। বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব,  
এখানে মেয়েমানুষের মতো বসে থাকা কি আমার সাজে? ইতি

তোমাদের চিরপ্রেমাবদ্ধ

বিবেকানন্দ